কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিতে অনিয়ম

নুপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস প্রথম বর্ষে মেধা তালিকার ক্রম ডিঙিয়ে দুই শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। কলেজের নির্ধারিত এককালীন ফি ১৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকার বাইরে এই দুজনের কাছ থেকে ৪০-৫০ লাখ টাকা নিয়ে কলেজের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রভাবশালী দুই সদস্য তাদের ভর্তি করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, এই অনিয়মের বিরোধিতা করে কলেজের অধ্যক্ষ এ এস এম মোস্তাক আহমেদ তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। তবে অব্যাহতি চাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন আবেদনপত্রে।

ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করা মো. মেহেদী হাসান সৈকত গতকাল শুক্রবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঢাকার ভেন্যুতে আমাদের বাড়ি। চট্টগ্রামের মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের মেধা তালিকায় আমি ১৪০ নম্বর সিরিয়ালে ছিলাম। আমার মেরিট স্কোর ছিল ১৬৪.৫। আমি ভর্তির জন্য অনেক দিন অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তারা (কলেজ) কোনো তালিকা না টাঙিয়ে শুনেছি গোপনে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। আমি এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়াসহ লিখিত পরীক্ষায় ভালো করলেও অনিয়মের কারণে ওই কলেজে ভর্তি হতে পারিনি।'

মেধাবী ও অসচ্ছল কোটায় অনিয়ম হয়েছে অভিযোগ করে ভর্তীচ্ছু সঞ্চিতা দাশগুপ্ত নামের এক শিক্ষার্থীর বাবা রূপম দাশগুপ্ত আক্ষেপ করে বলেন, 'এ কোটায় পাঁচজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। আমার মেয়ে লিখিত পরীক্ষায় ৭৪.৫ নম্বর পেয়েছিল। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসিতেও জিপিএ ৫ ছিল। লোকমুখে শুনেছি, আমার মেয়ের চেয়ে আরো ৩০ থেকে ৩৫ নম্বর কম পাওয়া শিক্ষার্থীকে এ কোটায় ভর্তি করা হয়েছে। অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা দিলে মেয়েকে ভর্তি করাতে পারতাম।'

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডির

ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪০-৫০ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ

চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভর্তিতে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে তা গভর্নিং বডির আগামী সভায় আলোচনা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হওয়ার আগে অতীতে এ রকম অনিয়ম হয়েছে শুনেছি। তবে এবার ভর্তিতে বিশেষ কারো কোনো অনুরোধ ছিল কি না, তা জানি না। ভর্তির জন্য আলাদা কমিটি ছিল।'

অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল কার্যনির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও গভর্নিং বডির কোষাধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম আজাদকে গত মঙ্গলবার বিকেলে ফোন করা হয়। তখন তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'ভর্তিতে কোনো অনিয়ম হয়নি। আপনি কালকে কলেজে আসেন। আমি থাকব। নিজেই দেখবেন তারপর লেখেন।'

পরদিন গত বুধবার সকালে কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. অসীম কুমার বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কথা বললে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। আর আসেননি। এরপর দুপুর ১২টায় গভর্নিং বড়ির কোষাধ্যক্ষ রেজাউল করিম আজাদের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে গেলে অভিযোগের বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি। এমনকি কাগজপত্র দেখাতেও অস্বীকৃতি জানান।

একই বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও গভর্নিং বডির সদস্য এস এম মোর্শেদ হোসাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এ বিষয়ে জানাতে অস্বীকৃতি জানান।

জানা যায়, চট্টগ্রামের প্রথম এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ১১তম ব্যাচে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য ১০০ আসনের বিপরীতে প্রায় ১৫টি আসন মেধাবী ও অসচ্ছল, কলেজের গভর্নিং বডি এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা রয়েছে। বাকি ৮৫ আসনে ভর্তির জন্য ৫৫০ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ তালিকা থেকে এসব আসনে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ৩১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর দুপুর ২টার মধ্যে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়। এরপর গত ৪ নভেম্বর প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে মেধাক্রম ৮৬ থেকে ১১৪ নম্বর (আসন খালি থাকা সাপেক্ষে) ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ১০ নভেম্বর দুপুর ১টার মধ্যে ভর্তি না হলে ১১৫ নম্বর আসন থেকে (খালি থাকা সাপেক্ষে) মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

অভিযোগ উঠেছে, মেধাক্রম অনুসারে ১৩৬ নম্বর পর্যন্ত (সিরিয়াল) ৮৩ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এরপর কোনো নোটিশ না টাঙিয়ে ২০১ ও ৪২৩ ক্রমিক নম্বরের দুই শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। তাদের মেধাক্রম যথাক্রমে ১৬০.৭৫ ও ১৪৩.৭।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত ১ ডিসেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদ পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির কাছে। মেধা তালিকার ২০১ ও ৪২৩ ক্রমিক নম্বরের দুজনকে ভর্তি করানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি ছুটিতে ছিলাম।'

অব্যাহতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, 'আসলে সাত বছর ধরে একই দায়িত্বে রয়েছি। আমি এক বছর আগেও অব্যাহতির জন্য বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা নতুন কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।'